পা ঠ ক ফো রা ম

নিরাশ্রয় পাখিরা

আমাদের সামনের বাসাটিতেই আম-কাঁঠাল-নারিকেল গাছ শোভিত বাড়িটি হলো পাখিদের আশ্রয়স্থল। ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কতো না পাখির কাকলি শোনা যায়। আমার বাবা ক্যান্সার আক্রান্ত লেখক কমল মমিন দিনের অনেকটা সময় বারান্দায় বসে দাঁড়িয়ে পাখিদের দেখেন। শোনেন তাদের গান। লেখক আহমদ ছফাকেও এই পাখিদের কথা জানিয়ে ছিলেন বাবা। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শুভ কিবরিয়া চাচাসহ যিনিই বাসায় আসেন তাদেরকে বলেন- পাখিদের এই আশ্রয়স্থলটির কথা। গত কয়েক দিন যাবৎ আমার অসুস্থ বাবা আরো অসুস্থ-বিচলিত হয়ে পড়েছেন। প্রতিদিন নানাজনকে জানাচ্ছেন উদ্বেগের খবর। পাখিদের খেলাঘর গাছগুলো কেটে ফেলা হবে। সেখানে তৈরি হবে মানুষের জন্য বহুতল ভবন। বাবা বলেন- বৃক্ষদের কি অপরাধ, পাখিদের কি দোষ? তারা কেন নিরাশ্রয় হবে? তাদেরকে কে রক্ষা করবে?

নির্জন মমিন, আত্মীয়সভা, ধানমন্ডি, ঢাকা

সংজ্ঞাটা কি

প্রেম-প্রীতি-মায়া-মমতা-ভালোবাসা এই সব আহ্লাদী কথাগুলোর এক ফোঁটাও মুরোদ নেই ধর্ষণ আর সন্ত্রাসের মুখোমুখি দাঁড়াবার। তাই আমি অনবরত কাঁদছি পৃথিবীর মানবতাকে দেখিয়ে দেখিয়ে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাকারীরাই আজ সন্ত্রাস ও ধর্ষণের বাম্পার ফলিয়েছে। সিমির শেষ গোসলের জল শুকিয়ে না যেতেই আবারও আমাকে জল প্রস্তুত করতে হলো আমার ছোট বোন ফাহিমা ও মহিমার জন্য। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়, ধর্ষক আর সন্ত্রাসীদের এই উল্লাসি মঞ্চ আমার মাতৃভূমি হতে পারে না। আপনারা মানুষ না। আপনারা হলেন রাজনীতিবিদ, তাই আপনাদের কাছে আপনাদের ভাষায় এগুলো সব অর্ধ সত্য। তাহলে পূর্ণ সত্যের সংজ্ঞাটা কি?

জিয়াউল আফগান অনু
জেদ্দা, সৌদি আরব

অন্যরকম প্রতিবাদ

মানুষ আর মানুষে নাই.
ঘন আঁধার ধাবমান– আগ্রাসন বাঁধাহীন.
কাঁদে জমিন আর নীল আসমান.
মানবতা বিনাশীদের দিন আজ.
স্বয়ং রাষ্ট্রযন্ত্র এদের পক্ষাবলম্বী.
এই হীনতা ক্রূরতা স্বেচ্ছাচারিতা-রুধবে সাধ্য কার...
আজকাল বিনাশীদের নেতা-হন্তারক.
দানব ফ্রাঙ্কেনস্টাইন পুলিশ.
স্বার্থ আর লোভে সরকারের পা চাটে অহর্নিশ..
ওদের লালসার কুৎসিত আগুনে পুড়ে যায়.
ইয়াসমিন, সীমা, তানিয়া, রুবেল, জামাল
আর কত অজানার প্রাণ...
দেশ চালকরা চাপাবাজি করে–পত্রিকার পাতা ভরে..
অন্যদিকে বিচারের বাণী আজন্ম কেঁদে মরে..
জল পড়ে পড়ে মায়ের চোখের সাগরও শুকায়..
তাঁর আর্তনাদে কাঁপন ওঠে আকাশে-বাতাসে সর্বত্র..
দানব পুলিশের ক্ষুধা মিটে না শুধু..
ঈশ্বরও বুঝি আমাদের সঙ্গে তামাশা করেন..
সাগর সমান বিপন্ন মানবতায়– বড় প্রতিবাদ.
গোলাম মোর্তোজা, আপনার বিশ্লেষনী রিপোর্ট..
ইচ্ছে করেই খুনি পুলিশের সাক্ষাৎকার নেননি–এ এক অন্যরকম প্রতিবাদ..
কী লাভ ওদের মিথ্যা ভাষণ কর্ণগোচর করার..
'লালসালু'তে ভন্ড মজিদকে থুথু মেরে আর অবাস্তব কবরে
লাশ জমিলা দুই পা তুলে প্রতিবাদ করেছিল..
আপনার লেখনির পাও পুলিশের অস্পৃশ্য কবরভূমিতে.. আর
আমাদের কোটি থুথু ওদের মুখাবয়বে..!
জামাল খুন প্রতিবেদনের আপনার লেখা শেষ লাইনগুলো পড়ে–
দু'চোখের জল আটকাতে পারিনি...
দু' ফোঁটা জল আপনার সঙ্গে ভাগ করতেই আমার এ লেখা..
এছাড়া আমরা কীই বা করতে পারি!

ফারদিন ফেরদৌস, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, ১১৪ # আল বেরুনী হল, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি, সাভার, ঢাকা

মৃত্যু ফাঁদ

অপরূপ রূপের মিলন মেলা জাহাঙ্গীনগর বিশ্ববিদ্যালয়। সবুজ-শ্যামল ক্যাম্পাসের নয়নাভিরাম রূপের টানে উচ্চশিক্ষার্থে হাজার হাজার ছেলে-মেয়ে ভর্তি হয় দেশের সুযোগ্য সন্তান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য। কিন্তু ক্যাম্পাসের সুললিত-স্নিগ্ধ পরিবেশ থেকে বের হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেটের কাছে গেলেই আৎকে উঠতে হয়। কারণ এই গেটের সম্মুখ দিয়ে চলে গেছে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক। প্রায়শই দানবরূপী ড্রাইভারের অসতর্ক ড্রাইভিং-এর ফলে গাড়ির চাকায় পিষ্ট হয়ে অকালে প্রাণ হারাচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকসহ পথচারী। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মীর মশাররফ হোসেন হল এলাকা থেকে প্রান্তিক গেট পর্যন্ত 'ডিভাইডার' নির্মাণ ও প্রধান গেটের কাছে 'পুলিশ বক্স' স্থাপন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি।

রাসেল চৌধুরী
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

যদি লাইগা যায়

প্রিয় সাপ্তাহিক ২০০০০-কে ধন্যবাদ ধন্যবাদ বদরুল আলম নাবিলকে 'x -ফাইল' বিভাগে তার সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় জরুরি প্রতিবেদন 'যদি লাইগা যায়'-এর জন্য। লেখাটি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি! জানা হয়েছে, এদেশের দিকনির্দেশনা-কারীরা ক্ষমতার ব্রেড-বাটার চাটতে চাটতে শুধু সন্ত্রাসী সামাজিকী-করণেই নয়, এরা চৌর্যবৃত্তিতেও পারঙ্গম খু-উ-ব! ছিঃ অযুত-নিযুত, ছিঃ এইসব নেতা-হাতা- নেত্রীদের। এ প্রসঙ্গে বলতে চাই, ইমরুল চৌধুরীর বিজ্ঞাপনী সংস্থা অ্যাড কিং ক্রীড়া উন্নয়ন তহবিলের এবারকার (১২তম পর্বের) লটারির টিকিটই শুধু বিক্রি করছে না, সারা দেশে মাইক-লাউডস্পিকার সহযোগে এদের নানামুখী উদ্ভট সব প্রচার কর্মযজ্ঞের (আসলে অকর্ম) বদৌলতে সকাল থেকে গভীর রাত অবধি প্রচন্ড শব্দ দূষণের জ্বালায় আমাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত! যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, যদি লাইগা যায়-এর শব্দ দূষণ আর লটারির নামে প্রতারণার বিরুদ্ধে এখনই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হোক। প্রকৃতি জামায়াত-বিএনপি সরকারের সুমতি দান করুক।

সামুয়েল ইকবাল, সেন্ট্রাল প্রিন্টিং প্রেস, সেন্ট্রাল রোড, রংপুর

শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া

আমাদের দেশের নিয়োগ প্রক্রিয়া এমনিতেই জটিল। তারপর বার বার এই নিয়োগ প্রক্রিয়া মানুষের সঙ্গে ছলনা করছে নানা অজুহাতে। সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেল। নতুন সরকার এসে আবার নতুন প্রক্রিয়ায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল। সরকারের একটা সিদ্ধান্তেই হ্যাঁ অথবা না-এর মাধ্যমেই ভালো হয় আর না হয় মন্দ হয়। লাখ লাখ দরখাস্তকারীর কাছ থেকে নেওয়া হয়েছে ব্যাংক ড্রাফট বাবদ বিপুল অঙ্কের টাকা। তাছাড়া কাগজপত্র সংগ্রহ করা বাবদ ক্ষতি করা হয়েছে অনেক টাকা। যেখানে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়েছে সেখানে দরখাস্তকারীদের ব্যাংক ড্রাফটকৃত টাকার কোনো সমাধান দেওয়া হচ্ছে না। দরখাস্তকারীদের ব্যাংক ড্রাফটগুলো ফেরত পাঠানোর ব্যবস্থা করা হোক।

মোঃ রাশেদুজ্জামান (জুয়েল)
ময়মনসিংহ

থিওরি অব ফান্ডামেন্টালিটি!

কথাবার্তার মধ্যে নিত্য নতুন অদ্ভুত বচন ব্যবহার করার জন্য দেলোয়ার হোসাইন সাঈদীর একটা নামডাক আছে, ওলামায়ে কেরামের মুখের অমৃত বাণী শুনে লোকে যতই হাসিঠাট্টা করুক, উনি কিন্তু নিজেই নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ। সংসদে দাঁড়িয়ে একবার বললেন, মানুষের শরীরের একমাত্র অঙ্গ হল জিহ্বা, যেখানে কোনো হাড্ডি নাই, তাই এই অঙ্গটি বড় বেশি পটর পটর করে (তুই রাজাকার হর্ষধ্বনি সহ্য করতে না পেরে)। যদিও জনৈক সাংবাদিক সেটা খন্ডন করে লিখেছিলেন– জিহ্বা ছাড়াও মানুষের শরীরে আরেকটি অঙ্গ আছে, যেখানে কোনো হাড্ডি নেই।

টোকাই

সাঈদীর সেই অঙ্গটি ২৪ ঘণ্টা রডের মতো এতই শক্ত থাকে যে, সেখানে যে হাড্ডির কোনো অস্তিত্বই নাই। তা উনি জানেনই না। এ সমস্ত সাংবাদিকদের ধর্ম যাচাই করার জন্য ইদানীং আবার ছাহিবানে খেদমতে মাসায়েল পেশ করলেন– যে সাংবাদিক তাকে মৌলবাদী বলবে, সে মুসলমান না অন্য ধর্মাবলম্বী তা পরখ করার জন্য রক্ত পরীক্ষা করতে হবে। অর্থাৎ সাঈদীর 'Theory of Fundamentally' সূত্র প্রয়োগে রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ধর্মও Identify করা যায়। অতএব, আমরা সন্দেহাতীতভাবে বলতে পারি যে, সাঈদীর এই মহান সূত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করতে চলেছে।

আতিক, জ্যামাইকা, নিউ ইয়র্ক

অনুরোধ

বাংলা চলচ্চিত্রের ওপর থেকে অনেক আগেই মন উঠে গেছে। তারপরও কাজী হায়াতের ছবি মুক্তি পেলে সিনেমা হলে হাজির হতাম। তার ছবিগুলো বাস্তবধর্মী। সেদিন ভিসিডি দোকানে চোখে পড়ল কাজী হায়াতের ছবি 'কষ্ট'। ক্রয় করে বাসায় দেখতে শুরু করলাম। ছবিটির কিছু সংলাপ খুবই আপত্তিকর। নায়কের পিতা একজন শিক্ষিত ব্যক্তি এবং প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা ছিলেন। কিন্তু তার মুখে এমন একটা কুৎসিত শব্দ (মাগি) একাধিকবার শোনা গেল যা কিনা একজন মূর্খ চাষার বা জেলের ভূমিকায় শোভা পেত।

Lokman, Dulal Masum, Blk. 1024 Eunos Ave 3, #01-19. Singapore

সিমির মৃত্যুর রায়

টোকাই সাগরের আছে খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনার আছে জয়নাল হাজারী, সন্ত্রাসী নাসিরের আছে রাজাকার মতিউর রহমান নিজামী। আমাদের আছে কে? এই পৃথিবীতে যাদের কোথাও কেউ নেই তাদের আল্লাহ্ আছেন। সিমির মৃত্যুর রায় ঘোষণা হয়েছে ৮ মার্চ সাপ্তাহিক ২০০০-এ। বর্তমান জার্মান প্রবাসী চার বছরের শিশুকন্যা সিমি, যাকে কোনো পাপ স্পর্শ করেনি, আবেগ যাকে তাড়া করে না, সেই শিশু তো ঈশ্বরের প্রতিনিধি। বাবার মুখে সিমির মৃত্যুর বর্ণনা শুনে ছোট্ট সিমি জজ হয়ে এই রায় ঘোষণা করেছে– 'আমাদের মাছ কাটা বড় বঁটিটা দিয়ে ওরাকে কেটে ফেলে দিবো'।

জিয়াউর আফগান/অনু
সমুদ্রবন্দর, জেদ্দা

একজন কমল মমিনকে

মি. কমল আপনার অসুস্থতায় গভীর সমবেদনা ও আত্মপীড়ন অনুভব করছি। আসলে আপনিই শুধু নন, আমাদের পুরো সমাজটাই আজ ক্যান্সারে আক্রান্ত। এখানে হাজারো ব্যাংক ডাকাত, কোটি টাকার ঋণখেলাপিরা বেহেস্তবাসীর মতো জীবনযাপন করে আর একজন অসুস্থ সাহিত্য স্রষ্টার চিকিৎসার জন্য তার বিক্রীত বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। যে দেশে একজন পুলিশ, সচিবালয় কর্মচারী কিংবা সামান্য মিটার রিডারের বাড়ি, গাড়ি থাকে তবে বাপ্পী শাহরিয়াররা (প্রয়াত ছড়াকার) সে বেপরোয়া গতির গাড়ির নিচে বেঘোরে প্রাণ হারাবেই, অন্তত যতদিন উদ্ভট উটের পিছনে চলবে স্বদেশ। তবে আশার কথা হচ্ছে, একজন ধনী তস্কর মৃত্যুর পরই মিশে যাবেন ধুলায় আর একজন শামসুর রাহমান বেঁচে থাকবেন যুগ যুগ ধরে তার সৃষ্টির মাঝে।

Belal, Panda 31, P.O Box 5800, Buraidah, Al Qassim, K.S.A

প্রসঙ্গ পুলিশ

আমাদের একটা দোষ কি জানেন, আমরা অপরের অসহায়ত্বের সুযোগ নিই। পুলিশ বিভাগের প্রত্যেক সদস্য আপনার-আমার মতো সাধারণ মানুষ। তাদের রয়েছে প্রচুর সীমাবদ্ধতা। সবচেয়ে বড় দিক অর্থনৈতিক স্বল্পতা। অতঃপর টেলিফোন। আপনি জনসভা করে বলবেন অপরাধী কেন ধরা পড়ছে না আবার গোপনে প্রাণনাশের হুমকি দেবেন, ঘুষের লোভ দেখাবেন। এ থেকে সুস্থ কিছু আশা করা যায়? আমরাও তো রাস্তায় কাউকে লাঞ্ছিত হতে দেখলে প্রতিবাদ করতে যাই না ভয়ে। আমাদের মতো পুলিশেরও প্রটেকশন দরকার। কিন্তু তাদের নেই। আর্মিদের আছে।

প্রিন্স
ঢাকা

অশনি সংকেত

সাপ্তাহিক ২০০০কে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন এমন একটা যথার্থ ও বাস্তবনির্ভর প্রতিবেদনের জন্য। কিন্তু যাদের উদ্দেশ্যে এই খোলা চিঠি তারা আদৌ গ্রাহ্য করবেন কি? কারণ সত্যি কথা মেনে নেয়ার উদার মানসিকতা ও নিজেদের অন্যায় স্বীকার করার সৎসাহস তাদের নেই। আওয়ামী লীগ তাদের পাঁচ বছরের দুঃশাসন স্বীকার করে না। আর ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত জোট সরকারের দলীয় কর্মীদের বর্বরতা, নৃশংসতা, জামায়াত-শিবির কর্মীদের ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ এসব সংবাদকে মিথ্যা, ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত ও বিরোধীদলের অপপ্রচার বলে অস্বীকার করে কার্যত এসব সন্ত্রাসীদের সমর্থন ও সাহস যোগাচ্ছেন। নিজামী, সাঈদী, আমিনী, ওবায়দুল হকদের মতো ধর্মান্ধ উগ্রপন্থিদের দলের ভেতর রেখে বিএনপি কি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে সেটাই প্রশ্ন। নির্বাচনের আগে বেগম খালেদা জিয়ার প্রতি মানুষের যে আস্থা, যে ভালোবাসা ছিল তা এখন অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে শুধুমাত্র দলীয় সন্ত্রাসীদের করণে। এরপরেও কি বোধোদয় হবে না।

শবনম, গেন্ডারিয়া/ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

জনগণের 'অস্বস্তি'

বারদল ক্ষমতায় আসার পর থেকে একের পর এক বিপদে পড়ছে। সংখ্যালঘু নির্যাতন, সন্ত্রাস, ছাত্রদল, রাজাকার মন্ত্রী, ভঙ্গুর অর্থনীতি- এ সবকিছু গলা চেপে ধরছে সরকারের। সরকার অবশ্য এতকিছু নিয়ে ভাবিত নয়। কারণ তারা জানে এসব ব্যাপার নিয়ে জনগণের কোনো আতঙ্ক নেই, তবে সামান্য 'অস্বস্তি' আছে। হ্যাঁ, অস্বস্তিই বটে! কিন্তু বিপদের কথা হলো, শেখ হাসিনা আবার হরতালের প্রেমে পড়েছেন। হয়তো দু-তিন মাসের মধ্যেই তিনি পুরোদমে আন্দোলন শুরু করে দেবেন। আবারো রোজ রোজ হরতাল, রাজপথে গন্ডগোল, গোলাগুলি, দু-তিনটি লাশ। নাহ, এসব ব্যাপার নিয়ে এতো চিন্তা করার কী আছে! জনগণ তো এখন আর এসব কারণে মোটেও আতঙ্কিত হয় না, বরং খুসখুসে অস্বস্তিতে ভোগে। জনগণের সামান্য 'অস্বস্তি'কে পাত্তা দিলে তো আর রাজনীতিবিদ হওয়া যায় না!

তারিক সালমন, ইংরেজি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়